তারিখ ... 18.8.78 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

নতুন ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীত কলেজ

অসময়ে বহু ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি এবং অনেক শিক্ষকের চাকুরীর বিনিময়ে দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে সঙ্গীত কলেজ রাহুমুক্ত হয়েছে। নতুন ব্যবস্থাপনায় গত ২রা আগষ্ট থেকে সঙ্গীত কলেজের ক্লাস আবার নিয়মিত শুরু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী কম হলেও তিন বছর পর কলেজে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। যে সব শিক্ষক কলেজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁরাও আসতে শুরু করেছেন। বাংলাদেশের একমাত্র সঙ্গীত কলেজকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিবেদিত প্রাণ একদল সঙ্গীত শিল্পী আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত কলেজ প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্য জীবিত থেকেও মৃত ছিল। সরকারী সাহায্য পেলেও সে টাকার অধিকাংশ অপচয় হয়েছে। কলেজটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুদীর্ঘ ১৫ বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছে। যার ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে ছাত্র জীবনে ইতি টানতে হয়েছে; বহু শিক্ষক নামমাত্র বেতনের চাকুরী হারিয়েছেন।

গত ২৯শে জুলাই কলেজ গভর্নিং বডি কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বারনী মজুমদারকে সর্বসম্মতভাবে বরখাস্ত করেছে বলে খবরে প্রকাশ। নতুন অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য কলেজ কর্মকর্তাগণ চেষ্টা করছেন।

বিগত ১৫ বছরে সঙ্গীত কলেজের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় অনেক অভিযোগ প্রকাশিত হলেও

॥ বদিউজ্জামান ॥

সরকার এব্যাপারে নীরব ছিলেন। বাংলাদেশের একমাত্র সঙ্গীত কলেজটিকে রক্ষা করার জন্য বিলম্বে হলেও সরকার ইদানীং এগিয়ে এসেছেন।

অন্তহীন সমস্যায় সঙ্গীত কলেজ জর্জরিত। ১৯৬৮ সাল থেকে বাড়ী ভাড়া বাবদ একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। বিগত ৩৭ মাস যাবৎ শিক্ষকগণ বেতন পাননি।

(উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষকগণের বেতন ১৭০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত); ৫০ হাজার টাকা ব্যাংক ঋণ সুদ সমেত ৬২ হাজারে দাঁড়িয়েছে; ইলেকট্রিক বিল সাড়ে ১১ হাজার টাকা বাকী, ফলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন; টেলিফোন বিল না দেওয়ায় টেলিফোন লাইনও বিচ্ছিন্ন। এখন আরও অনেক সমস্যা।

১৯৬৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী কলেজকে প্রথম কিস্তিতে ২ লক্ষ ৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ঐ সময় ৪০/৫০ হাজার টাকায় অনায়াসেই কলেজের জন্য জায়গা কেনা যেত। কিন্তু তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষ এ সব ব্যাপারে ভাববার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি বলে সঙ্গীত কলেজ আজ পথে বসেছে।

ঢাকা বিভাগের কমিশনার জনাব খানে আলম খান কলেজের উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন বলে জানা গেল। কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ও ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে জেনে আমরা খুব আশান্বিত। বাংলাদেশের একমাত্র সঙ্গীত কলেজকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে জনাব খানে আলম খানের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় সমর্থনের অভাব হবে না।

অতীতে বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস কলেজকে বহু লক্ষ টাকার বাদ্যযন্ত্র, ষ্টেজ সরঞ্জাম, বই-পুস্তক ইত্যাদি দান করেছে। এগুলোর অধিকাংশই অপহৃত। কলেজকে ধ্বংস করার জন্য অতীতে যারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া দরকার এবং দোষী প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার।

এ দাবী বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনের সকলের। সঙ্গীতের সুযোগ নিয়ে অতীতে যারা ফায়দা লুটেছেন তাঁরা কলেজকে ধ্বংস করার জন্য আবারও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এ ব্যাপারে সঙ্গীত কলেজের বর্তমান কর্ণধার এবং ছাত্র ছাত্রীগণ অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সজাগ থাকবেন নিশ্চই।

সঙ্গীত কলেজ যখন নতুনভাবে নতুন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হতে যাচ্ছে তখন একটি

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

সঙ্গীত কলেজ

(৯ম পৃঃ পর)

বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। যদিও সঙ্গীত কলেজে সাধারণ কলেজের বিষয়সমূহ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে, তবুও এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণদের জন্য চাকুরীর কোন ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘ অনুশীলন শেষে যারা পাস করবেন, তারা যদি কর্মক্ষেত্রে সুযোগ না পান তাহলে সেই শিক্ষা গ্রহণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হবে। সাবেক কলেজ কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তারা এই মুখ্য বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছেন। নতুন কর্মকর্তাগণ এদিকে দৃষ্টি দেবেন আশা করি। সেই সাথে কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। যেন তেন প্রকারে পাস করলে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সেই সব ছাত্র কলেজেরই দুর্নাম ডেকে আনে।

দেশের একমাত্র সঙ্গীত কলেজের মানোন্নয়নে সরকার যখন এগিয়ে এসেছেন তখন কলেজটি পুরাপুরি সরকারী করার পুরান দাবীকে আবার নতুন করে উত্থাপন করতে হয়। বিভিন্ন কারণে কলেজের অতীত ইতিহাস গৌরবের নয়। কলেজটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরাপুরি সরকারী করা প্রয়োজন। সঙ্গীত কলেজকে সরকারী করার দাবী আজকের নয়, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বার বার এ দাবী সোচ্চার হয়ে আসছে। আজ যখন নতুন ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীত কলেজ পরিচালিত হতে যাচ্ছে তখন দীর্ঘদিনের পুরাতন দাবী আবার নতুন করে তুলতে হলো। বাংলাদেশের সঙ্গীতানুরাগী সকলের দাবী অবিলম্বে সঙ্গীত কলেজকে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করা হোক।